

মা নরমদা সম্পূর্ণ পরিক্রমা

মা নরমদা সম্পূর্ণ পরিক্রমা: আধ্যাত্মিক এক মহাযাত্রা।

মা নরমদা কেবল একটি নদী নয়, তিনি স্বয়ং রুদ্রকন্যা, মোক্ষ দায়িনী জাগ্রত দেবী □ আত্মার মুক্তির সত্তেবন্ধন!

নরমদা পরিক্রমা হল পৃথিবীর একমাত্র নদীযাত্রা, যখনই নদীর উভয় তীর ধরে প্রায় 3500 কমিপিথ গাডিতে অতিক্রম করা যায় □ যা শুরু হয় নরমদা নদীর তীরে মহাতীর্থ ওঙ্কারেশ্বর থেকে এবং ঘুরে আবার সেখানেই শেষ হয়।

এটি হলো আত্মশুদ্ধি, জন্ম জন্মান্তরে পাপক্ষয়, অসীম পুণ্য সঞ্চয়, তপস্যা ও ভগবদানুভবের এক মহান আধ্যাত্মিক যাত্রা।

আগে রাজা মহারাজারা নাকি পালকি অথবা ঘোড়া বা গরুর গাডিতে এবং সাধকরা পায়ে হেঁটে এই পরিক্রমা করতেন। এরই আধুনিকতম রূপ হচ্ছে গাডিতে নরমদা পরিক্রমা করা।

রামায়ণের যুগে রাম, লক্ষণ ও সীতা মা থেকে শুরু করে মহাভারতের যুগে দ্রৌপদী পঞ্চপান্ডব, এমনকি এই কলি যুগেও নতাজি সুভাষচন্দ্র বসু, আচার্য শংকর, সন্ত কবীর থেকে শুরু করে প্রায় সকল মহাপুরুষ একবারের জন্ম হলও এই মা নরমদার তটে তপস্যার জন্ম এসেছিলেন।

□□ আধ্যাত্মিক গুরুত্ব: □□

শাস্ত্রে বলা হয়েছে, "গঙ্গায় স্নান করলে পাপ ক্ষয় হয়, কিন্তু নরমদা দর্শনেই পাপ মোচন হয়!"

কথিত আছে, "মা গঙ্গা স্বয়ং নরমদা নদীতে স্নান করে ভারমুক্ত হন।"

নরমদা পরিক্রমা জীবনে একবার করলেই বহু জন্মের পুণ্য অর্জিত হয়।

এই পরিক্রমা সচ্চন্দানন্দ পরমেশ্বরের পথ ধরে নিজেকে খুঁজে পাওয়ার এক অনন্য উপলক্ষ।

সন্ধ্যাসী, গৃহস্থ, বৃদ্ধ, এমনকি যুবক-যুবতী সকলেই এই যাত্রায় অংশ নিতে পারেন □ শুধু থাকতে হবে আস্থা, ভক্তি ও আত্মনিবেদন।

যা যা অভিজ্ঞতা হবে এই যাত্রায়:-

নরমদা নদীর সাথে পাহাড়, জঙ্গল, গ্রাম, তীর্থ ও নরাজন প্রকৃতির মাঝে নিজের আধ্যাত্মিক অনুভূতি লাভের এক অনুপম সুযোগ।

অসংখ্য সাধুসন্ত, প্রাচীন মুনিঋষির আশ্রম, বিখ্যাত শৈবতীর্থ জ্যোতির্লিঙ্গ ও পুণ্যভূমির দর্শন।

জীবনকে নতুন করে দেখার দৃষ্টিভঙ্গি ও শবিকন্যা মা নরমদা মাঝের অশেষ কৃপা লাভের সুযোগ।

কথিত আছে, 'নরমদা পরিক্রমাকারকি মা কখনো খালি হাতে ফেরত পাঠান না।'

শর্তাবলী:*****

নরমদা মাঝের প্রতি শরণাগতি প্রার্থনা করে এই আধ্যাত্মিক যাত্রায় মানসিক প্রস্তুতি নিতে হবে। কারণ নরমদা মাঝের কৃপা ছাড়া এই পরিক্রমা সম্পূর্ণ করা কখনোই সম্ভব নয়।।

পরিক্রমা ভক্তি শ্রদ্ধা সহকারে, নিষ্ঠা ও নিয়ম মেনে করতে হয়। এই বিষয়ে আপনাদের সকলকে আমরা গাইড করবো।

কোন পরিস্থিতিতেই মা নর্মদা নদীকে পার হওয়া যায় না। এই বিষয়ে অমরকন্টকে
বশিষে করে সতর্ক থাকতে হবে।

* পরিক্রমা চলাকালীন সম্পূর্ণ নিরামিষি আহার গ্রহণ করতে হবে।

পরিক্রমা চলাকালীন প্রতিদিন মা নর্মদা নদীতে পুণ্য স্নান করা হবে।

এই পরিক্রমা নছিক ভ্রমণ নয়, বরং পূর্ণ আধ্যাত্মিক তপস্যা হিসেবে মানা উচিত।

আপনি যদি সত্যকিররে ভগবৎ দর্শন, আত্মোন্নতি ও আধ্যাত্মিক পরিপূর্ণতা

পেতে চান □ তবে একবার অন্তত মা নর্মদার পরিক্রমা করুন।

মা নর্মদা যেন সকলকে এই মহান যাত্রায় অংশ নেওয়ার জন্য আশীর্বাদ করেন।

হর নর্মদে হর!□□□

